



82344 - বড় অপবিত্রতা থেকে গোসল করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

বড় ওয়ু করার পদ্ধতি কি? এখানে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত বিভিন্নরকম। কোন মাযহাব অনুসরণ করা আমার উপর ফরয?
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কভাবে ছোট ওয়ু ও বড় ওয়ু করতেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সুন্নিদ্বিষ্টি কোন মাযহাব অনুসরণ করা আপনার উপর ফরয নয়। বরং আপনার উপর ফরয হচ্ছে- নির্ভরযোগ্য কোন আলমেকে জিজ্ঞাসে করা, যে আলমে তাঁর ইলম ও মর্যাদার কারণে মানুষের মাঝে সুনাম অর্জন করছেন। এরপর তিনি আপনার কাছে যেসব দ্বীন বিধান বর্ণনা করবেন সেগুলো গ্রহণ করবেন। যদি বিভিন্ন দ্বীন বিষয়ের ক্ষেত্রে আলমেদের মাঝে মতভেদ থাকে এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা মোতাবেক এ মতভেদে সংঘটিত হোক এমনটি চয়েছেন বধি়য় এটি ঘটছে। যে মুসলিম সত্যকে জানার জন্য 'ইজতহাদ' করার যোগ্যতা রাখেন না তার কর্তব্য হচ্ছে আলমেদেরকে জিজ্ঞাসে করা। তার উপর এর চয়ে বশে কিছু ফরয নয়।

দুই:

ইতিপূর্বে [11497](#) নং প্রশ্নোত্তরে ছোট অপবিত্রতা থেকে ওয়ু করার বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সখোনে দেখা যতে পারে।

তনি:

বড় অপবিত্রতা থেকে গোসল করার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

গোসলের দুটো পদ্ধতি আছে:

ন্যূনতম বা জায়যে পদ্ধতি:



অর্থাৎ কটে যদি এ পদ্ধতিতে গোসল করে তাহলে তার গোসল শুদ্ধ হবে এবং সে বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হবে। আর যবে ব্যক্তি এ পদ্ধতিতে কোন কসুর করবে তার গোসল শুদ্ধ হবে না।

পরপূরণ মুস্তাহাব পদ্ধতি:

যবে পদ্ধতিতে গোসল করা মুস্তাহাব বা উত্তম; ফরয নয়।

ফরয ও জায়যে পদ্ধতির গোসল হচ্চে-

১। ব্যক্তি অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করবে; সটো জুনুবি অবস্থা হোক কথিবা হয়যে হোক কথিবা নফিস হোক।

২। এরপর সারা শরীর ধৌত করবে। শরীরের লোমেরে নীচে পানি পটৌছাবে। যসেব স্থানে সাধারণত পানি পটৌছে না সসেব স্থানে পানি পটৌছাবে যমেন- দুই বগল, দুই হাঁটুর নীচে। এর সাথে আলমেদেরে বশিদ্ধ মতানুযায়ী, গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দবিবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আল-শারহুল মুমত’ গ্রন্থে (১/৪২৩) বলেন:

এ পদ্ধতির গোসল যবে বধৈ গোসল এর সপক্ষে দললি হচ্চে আল্লাহর বাণী: “যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] এখানে আল্লাহ তাআলা অন্য কিছু উল্লেখ করেননি। যবে ব্যক্তি তার সারা শরীর একবার ধৌত করছে তার ব্যাপারে সে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন করছে এ কথা বলা যায়।

গোসলের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হচ্চে-

১। বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করবে। সটো জানাবাত হোক, হয়যে হোক কথিবা নফিস।

২। এরপর বসিমল্লাহ বলবে। দুই হাত তনিবার ধৌত করবে। লজ্জাস্থানেরে ময়লা ধৌত করবে।

৩। তারপর নামাযেরে ওযু করার ন্যায় পরপূরণ ওযু করবে।

৪। এরপর মাথার উপর তনিবার পানি ঢালবে। চুল ঘষা দবিবে যাতে চুলেরে গোড়ায় পানি পটৌছে।

৫। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢালবে ও ধৌত করবে। ডানপার্শ্ব দিয়ে শুরু করবে। এরপর বামপার্শ্ব ধৌত করবে। সারা শরীরে যনে পানি পটৌছে সজেন্য় হাত দিয়ে ঘষামাজা করবে।

গোসলেরে এই মুস্তাহাব পদ্ধতির দললি হচ্চে-



আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতরে (অপবিত্রতার) গোসল করতেন তখন তিনি তাঁর হাত দুইটি ধৌত করতেন, নামাযের ওয়ুর ন্যায় ওয়ু করতেন। এরপর গোসল করতেন। হাত দিয়ে চুল খলিাল করতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মিনে করতেন যে, চামড়া ভজিছে। তিনি মাথার উপর তিনিবার পানি ঢালতেন। এরপর সারা শরীর ধৌত করতেন।”[সহিহ বুখারী (২৪৮) ও সহিহ মুসলিম (৩১৬)]

আয়শো (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতরে গোসল করতেন চাইতেন তখন তিনি একটি পাত্রে আনতেন বলতেন; যমেন- হলিাব (উটরে দুধ দোহনরে পাত্রে।) তিনি হাত দিয়ে পানি নিতেন। ডান পার্শ্ব থেকে গোসল শুরু করতেন। এরপর বামপার্শ্ব। এরপর দুই হাতে পানি নিয়ে মাথার উপর পানি ঢালতেন।”[সহিহ বুখারী (২৫৮) ও সহিহ মুসলিম (৩১৮)]

হলিাব: যে পাত্রে দুধ দোহন করা হয়।

দেখুন [10790](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হলো-

বড় অপবিত্রতা থেকে গোসল করলে সটো দ্বারা ওয়ুও হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি পরপূর্ণ পদ্ধতিতে গোসল করছে কিংবা জায়যে পদ্ধতিতে গোসল করছে উভয় ক্ষেত্রে তাকে পুনরায় ওয়ু করতে হবে না। তবে, গোসলকালে যদি ওয়ু ভঙগরে কোন কারণ ঘটে তাহলে পুনরায় ওয়ু করতে হবে।

আরও জানতে দেখুন [68854](#) নং প্রশ্নোত্তর।